গ্রাম দেশ ছেড়ে

নাসিম -এ - আলম

গ্রাম দেশ পার হয়ে যাব
পিছনে নবান্নের ঘ্রাণ, ঘন শরবন
পিছনে বট পাকুড়ের ছায়া,
মাইল মাইল ব্যাপী ধানখেত

ইতিহাস লেখা হবে ধানখেত নিয়ে
পোড়া খেত নীলচাষে পুড়েছিল
প্রলয় ও দুর্ভিক্ষে পুড়েছিল
কাললো জুড়ে শুধু শকুনের ছায়া

গ্রাম দেশ পার হয়ে চলেছে কৃষকদল
বারুদ শাসিত তার ভূমি ও সন্তান
কবে ফিরবে? তার ঠিক নেই
ঠিকানা বিহীন সব আগামি শস্যাগার।

মোবাইলে...নতুন পাতা

সন্তোষ দাস

মোবাইলে যখন ভুল করে বেজে ওঠে
নিরামিশ মিসকল
খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর মতো বয়ে চলা লোহিত কণিকারা
আপন খেয়ালে রচনা করে ধ্রুপদ সংগীত।
মুখে হলুদমাখা বিকেলে
ভাবলেশহীন হাসিগুলো
রূপালী মনে ঝড় তুলে
মনোনিবেশ করে গণিত শেখার পাঠশালায়
অষ্টাদশী পর্ণমোচী গাছে
আঠারো বসন্ত পার করার সাথে সাথে
আঠারোবার গজিয়ে ওঠে নতুন পাতা।

সার্কাস

অনিন্দিদা গুপ্ত রায়

ঘাড়ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দোলনা সিঁড়িটি বেয়ে নিচে
ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পড়তে দেখা জাল নেই
ধাতব কংক্রিট আর ছেঁড়া আকাশের মাখামাখি
শুধু পোড়া ত্বক থেকে এলাচের গন্ধ
বিভিন্ন কোন থেকে উদ্যত আঙুলেরা
ধারালো ছুরির মত বিছানো সেখানে
শ্বাসরোধ ব্যালান্সের খেলায় সে কি উত্তেজনা
ঢিলে পাজামার দড়ি সামলে হাততালির মধ্যে ঝুলন্ত
বিদূষক
পিঠে ক্রস, হাতে পায়ে ছুঁচলো পেরেক
কান এঁটো করা হাসি থেকে চুঁইয়ে নামছে সূর্যাস্ত।

টুম্পার জন্য বাঘ-সিংহ

গৌরাঙ্গ মিত্র

চলতে চলতে একটা শালিখ দেখে
টুম্পা থেমে গেল, দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়েই রইল,
দুই শালিখের দেখা পেলে তবেই
চলতে শুরু করবে পুনরায়
বললাম: এখানে কোথায় আর পাবি
আরো– একটা শালিখ?
তার চেয়ে বরং হাঁটতে থাক, আমি চেষ্টা -চরিত্তির করে
তোর জন্য বাঘ-সিংহ কিছু একটাধরে আনছি,
বেচারা শালিখের পাশে একটা বাঘ বা সিংহকে বসালে
বিজোড় সংখ্যা নয়, জোড় সংখ্যা পেয়ে যাবি।